Repository_Sanskrit

Content :

1. **Define the characteristics of Vedic Upasarga.**
2. **Define Patakasthana and mention its varieties with apt illustration.**
3. **Explain the Rasa Sutra of Bharata.**
4. **Some important Krt Pratyayas**

Content: 1

Define the characteristics of Vedic Upasarga.

বৈদিক তথা পরবর্তী সংস্কৃত ভাষায় উপসর্গের ব্যবহার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। নিরুক্তকার যাস্কের মতে বৈদিক পদ সমূহ যে চার ভাগে বিভক্ত উপসর্গ তার মধ্যে অন্যতম – চত্বারি পদজাতানি। নামাখ্যাতে চোপসর্গনিপাতাশ্চেতি। স্বতন্ত্র পদ হওয়ায় বৈদিক ভাষায় উপসর্গের নিজস্ব অর্থদ্যোতকতা ছিল। যাস্ক তার নিরুক্ত গ্রন্থে উপসর্গের অর্থবত্তা সম্বন্ধে আচার্য গার্গ্যের মত উদ্ধৃত করে বলেছেন – " উচ্চাবচা পদার্থা ভন্তীতি গার্গ্যঃ "। অতঃপর পনেরটি সূত্রে কোন উপসর্গের কি অর্থ তা ব্যক্ত করে বলেছেন – " এবমুচ্চাবচানর্থান প্রাহুস্ত উপেক্ষিতব্যাঃ "। অর্থাৎ এরূপে উপসর্গ সমূহ বিভিন্ন প্রকার অর্থ ব্যক্ত করে থাকে, সেসব অর্থ বুদ্ধিপূর্বক বিচার করে নিতে হবে।

উপসর্গগুলি যে ধাতুর অর্থকে বলপূর্বক পরিবর্তন করে সে বিষয়ে বলা হয় ,

উপসর্গেণ ধাত্বর্থং বলাদন্যত্র নীয়তে।
প্রহারাহার – সংহার – বিহার – পরিহারবৎ ।।

উপসর্গগুলির আরও বৈশিষ্ট্য হল যে

ধাত্বর্থং বাধতে ক্বচিৎ ক্বচিত্তমনুবর্ত্ততে।
বিশিনষ্টি তমেবার্থমুপসর্গগতিস্ত্রিধা ।।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধাতুর সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় অর্থবোধক হলেও বৈদিক ভাষায় উপসর্গের ব্যবহার অনিয়ন্ত্রিত ছিল। বৈদিকে উপসর্গের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নে আলোচিত হল :-

১। যদিও পরবর্তী সংস্কৃত ভাষায় উপসর্গ সর্বদাই ধাতুর পূর্বে প্রযুক্ত হয় এবং এ বিষয়ে পাণিনি সূত্রও করেছেন " উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে ", এবং " তে প্রাগ্ ধাতোঃ "। কিন্তু বৈদিক প্রয়োগের সমর্থনের জন্য তিনি আরো দুটি সূত্র করেছেন " ছন্দসি পরেঽপি ", এবং " ব্যবহিতাশ্চ "। অর্থাৎ বেদে কখনো কখনো উপসর্গ ধাতুর পরেও ব্যবহৃত হয়েছে, কখনো বা ধাতুর থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ব্যবহৃত হয়েছে। ক্রমিক উদাহরণ যথা -

'যমস্য দূতৌ **চরতো** জনাঁ **অনু**।'
'**অবিন্দ** উস্রিয়া **অনু**।' (এখানে ধাতু পূর্বে ও উপসর্গ পরে যুক্ত হয়েছে।)
'**উপ** ত্বাগ্নে দিবে দিবে
... ... ।
নমো ভরন্ত **এমসি**।।' (এখানে উপসর্গ মন্ত্রের আদিতে এবং ধাতু অন্তে রয়েছে।)

২। কখনো কখনো উপসর্গ বিশেষ কোন ধাতুর সঙ্গে একবার ব্যবহৃত হয়ছে কিন্তু পরে কেবল মাত্র উপসর্গের'ই উল্লেখ দেখা যায়, ধাতুটি আর ব্যবহৃত হয়নি। প্রসঙ্গ থেকে যোগ্য ক্রিয়ার অধ্যাহার করে নিতে হয়। যথা –

‘নিরংহসঃ পিপৃতা নিরবদ্যাৎ।’
‘নিঃ গ্রামসো অবিক্ষত
নি পদ্বন্তী নি পক্ষিণঃ।’

৩। প্র, সম্, উপ, উৎ এই চারটি উপসর্গ যখন কেবল মাত্র পাদ পূরণের জন্য ব্যবহৃত হয় তখন এদের দ্বিরুক্তি হয় (‘প্রসমুপোদঃ পাদপূরণে ’)। যথা :- ‘ উপোপ মে পরামৃশঃ।’ ‘ সংসমিৎ যুবসে।’ ইত্যাদি।

৪। আবার ধাতুর অব্যবহিত পূর্বে যুক্ত অবস্থায় উপসর্গের ব্যবহারও বেদে প্রচুর দেখা যায়। যথা :-

‘যং ক্রন্দসী সংযতী বিহ্বয়েতে ’
‘যো অঞ্জসাহনুশাসতি।’ ইত্যাদি।

৫। অনেক সময় উপসর্গের উত্তর ধাতুর অর্থে ‘বতি’ প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। ধাতুর অর্থে প্রযুক্ত হওয়ায় এই ‘বতি’ প্রত্যয়ান্ত পদটি অব্যয় হয় না। যথা :- ‘ যাতি দেবঃ প্রবতা যাতি উদ্বতা।’ (প্রবতঃ = প্রগতবতঃ,
উদ্বতঃ = উদ্গতবতঃ।)

৬। উপসর্গ কখনো উদাত্ত রূপে কখনো অনুদাত্ত রূপে ব্যবহৃত হয়। উদাত্ত রূপে ব্যবহৃত হলে সংহিতাপাঠে ও পদপাঠে তা পৃথক পদ রূপে গণ্য হয় এবং পদপাঠে তার পরে ছেদ চিহ্ন হয়। কিন্তু উপসর্গটি অনুদাত্ত হলে তা পৃথক পদ রূপে গণ্য হয় না এবং পদপাঠে তার পরে অবগ্রহ চিহ্ন হয়। যথা :-

আ। চ। অস্মিন্। এখানে উপসর্গ ‘আ’ উদাত্ত।
অনু ऽদদাতি। এখানে ‘অনু’ উপসর্গটি অনুদাত্ত।

৭। প্রধান বাক্যে উপসর্গ সধারণতঃ ধাতু থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ব্যবহৃত হয় এবং তারা আদ্যুদাত্ত হয়। যথা -

অনুব্রতামপ জায়ামরোধম্।

৮। অপ্রধান বাক্যে উপসর্গ ধাতুর সঙ্গে সমাসবদ্ধ থাকে, একে গতি সমাস বলে। এক্ষেত্রে সধারণতঃ ক্রিয়াপদ উদাত্ত থাকে এবং উদত্ত ক্রিয়ার সঙ্গে সমাসবদ্ধ হয়ে উপসর্গ তার স্বাতন্ত্র হারিয়ে অনুদাত্ত হয়ে যায়। যথা :-

যত্রা নঃ পূর্বে পিতরঃ পরেয়ুঃ।
যস্মান্ন ঋতে বিজয়স্তে জনাসঃ।

বৈদিক ভাষায় উপসর্গের এই বৈচিত্র্যময় প্রয়োগ ঋষিগণের বহুমুখী প্রকাশভঙ্গির বিশেষ নিদর্শন।তবে তা পরবর্তী ধ্রূপদী সংস্কৃতে অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

Content: 2

Define Patakasthana and mention its varieties with apt illustration.

সংস্কৃত নাটকে পতাকাস্থানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ পতাকাস্থানের সংজ্ঞায় বলেছেন,

যত্রার্থে চিন্তিতেঽন্যস্মিংস্তল্লিঙ্গোঽন্য প্রযুজ্যতে।
আগন্তুকেন ভাবেন পতাকাস্থানকং তু তৎ ।।

যেখানে একটি অর্থের চিন্তা করলে তৎ সাদৃশ্যে অতর্কিত ভাবে অন্য অর্থের সূচনা হয় সেখানে'ই পতাকাস্থান। অর্থাৎ পতাকাস্থান হল একাধিক অর্থবাহী এমন উক্তি বা কার্য যার দ্বারা একটি বিষয় ভাবতে ভাবতে অতর্কিত ভাবে অন্য অর্থ উপস্থিত হয়ে মুখ্য কথার সমধর্মী ভাবী ঘটনার ইঙ্গিত করে। তাই নাটকে পতাকাস্থান নাটকে খুব'ই গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশেষ বিচার পূর্বক নাট্যবস্তুতে তা প্রয়োগ করা উচিত। বিশ্বনাথের ভাষায় " পতাকাস্থানকং যোজ্যং সুবিচার্যেঽবস্তুনি"।

ধনঞ্জয় দশরূপকে পতাকাস্থানের লক্ষণ দিয়েছেন,

প্রস্তুতাগন্তুকভাব্য বস্তুনোঽন্যোক্তিসূচকম্।
পতাকাস্থানকং তুল্যসংবিধানবিশেষণম্ ।।

অর্থাৎ যার তুল্য সংবিধান (ইতিবৃত্ত) অথবা যা তুল্য বিশেষণের দ্বারা প্রকরণের অনুকূল অন্যোক্তিময় ভাবী অর্থের সূচনা করে, সেই বৃত্তকে পতাকাস্থান বলে। যদিও বিশ্বনাথের লক্ষণ হতে ইহা পৃথক অর্থবাহী কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ভ্রামক নয়। টীকাকার ধনিকের মতে পতাকা দ্বারা যেমন কোন স্থানকে চিহ্নিত করা হয় তেমনি নাটকে পরবর্তীকালে ঘটবে এমন ঘটনার সূচনা দেওয়া হয় পতাকাস্থানের দ্বারা। উদাহরণ স্বরূপ অভিজ্ঞানশকুন্তলমের তৃতীয়াঙ্কের একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে – "চক্রবাকবধূকে আমন্ত্রয়স্ব সহচরম্ উপস্থিতা রজনী।" এখানে যদিও চক্রবাকীকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, সে যেন তার প্রিয়তম চক্রবাককে বিদায় দেয়; প্রকৃতপক্ষে ঐ উক্তিটির দ্বারা শকুন্তলাকে তার প্রিয়তম দুষ্যন্তকে বিদায় নেওয়ার ব্যাপারটি সূচিত হয়েছে। তাই ইহা পতাকাস্থান।

বিশ্বনাথ চার প্রকার পতাকাস্থান স্বীকার করেছেন , কিন্তু প্রত্যেক প্রকারের কোন বিশেষ নাম দেন নি। তাই চারটি পতাকাস্থান যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ পতাকাস্থান নামে চিহ্নিত হয়েছে।

প্রথম পতাকাস্থান :-

Content: 3

বিভাবানুভাব-ব্যাভিচারী-সংযোগাৎ রসনিষ্পত্তিঃ

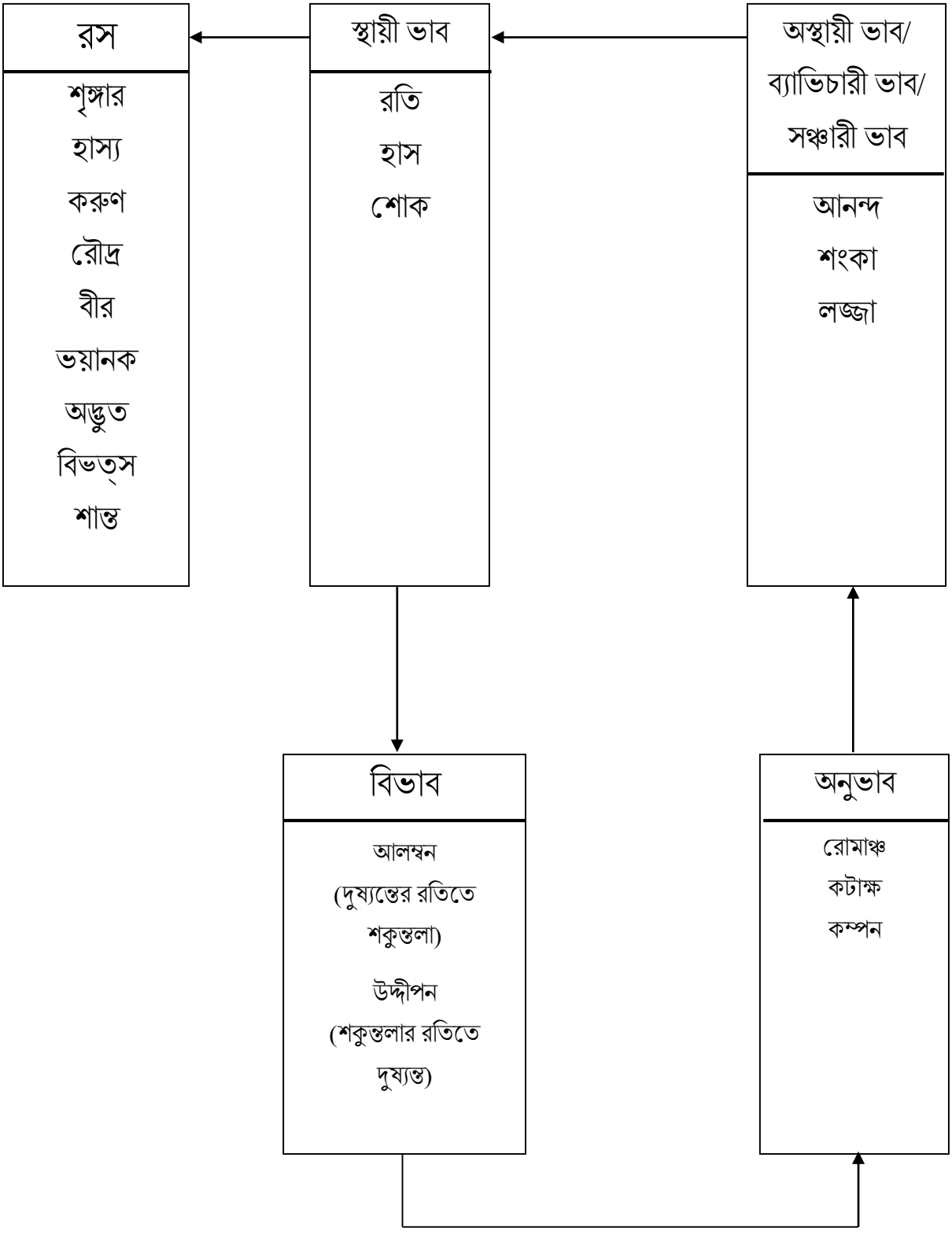

Content: 4

ধাতু	ক্ত	ক্ত্বা	তুমুন্	শতৃ	শানচ্	ণিজন্ত	কর্মবাচ্য
কৃ (করা, উ.)	কৃত	কৃত্বা	কর্ত্তুম্	কুর্ব্বত্	কুর্ব্বান	কারয়তি	ক্রিয়তে
গম্ (যাওয়া, প.)	গত	গত্বা	গন্তুম্	গচ্ছত্	-	গময়তি	গম্যতে
চিন্ত্ (চিন্তা করা, প)	চিন্তিত	চিন্তয়িত্বা	চিন্তয়িতুম্	চিন্তয়ত্	-	চিন্তয়তি	চিন্ত্যতে
জ্ঞা (জানা, উ.)	জ্ঞাত	জ্ঞাত্বা	জ্ঞাতুম্	জানত্	জানান	জ্ঞাপয়তি	জ্ঞায়তে
জন্ (জন্মানো, আ.)	জাত	জনিত্বা	জনিতুম্	-	জায়মান	জনয়তি	জন্যতে
যাচ্ (প্রার্থনা করা,উ.)	যাচিত	যাচিত্বা	যাচিতুম্	যাচত্	যাচমান	যাচয়তি	যাচ্যতে
দা (দান করা, উ.)	দত্ত	দত্ত্বা	দাতুম্	দদত্	দদান	দাপয়তি	দীয়তে
দৃশ্ (দেখা, প.)	দৃষ্ট	দৃষ্ট্বা	দ্রষ্টুম্	পশ্যত্	-	দর্শয়তি	দৃশ্যতে
নী (নেওয়া, উ.)	নীত	নীত্বা	নেতুম্	নয়ত্	নয়মান	নায়য়তি	নীয়তে
পা (পান করা, প.)	পীত	পীত্বা	পাতুম্	পিবত্	-	পায়য়তি	পীয়তে
পচ্ (রান্না করা, উ.)	পক্ক	পক্ত্বা	পক্তুম্	পচত্	পচমান	পাচয়তি	পচ্যতে
পঠ্ (পড়া, প.)	পঠিত	পঠিত্বা	পঠিতুম্	পঠত্	-	পাঠয়তি	পঠ্যতে
পত্ (পতিত হওয়া,প.)	পতিত	পতিত্বা	পতিতুম্	পতত্	-	পাতয়তি	পত্যতে
প্রচ্ছ্ (জিজ্ঞাসা করা,প.)	পৃষ্ট	পৃষ্ট্বা	প্রষ্টুম্	পৃচ্ছত্	-	প্রচ্ছয়তি	পৃচ্ছ্যতে
ব্রূ (বলা, উ.)	উক্ত	উক্ত্বা	বক্তুম্	ব্রুবত্	ব্রুবাণ	বাচয়তি	উচ্যতে
বিদ্ (জানা, প.)	বিদিত	বিদিত্বা	বেদিতুম্	বিদত্	-	বেদয়তি	বিদ্যতে
বদ্ (বলা, প.)	উদিত	উদিত্বা	বদিতুম্	বদত্	-	বাদয়তি	উদ্যতে
বস্ (বাস করা,প.)	উষিত	উষিত্বা	বস্তুম্	বসত্	-	বাসয়তি	উষ্যতে
বহ্ (বহন করা, উ.)	ঊঢ	ঊঢ্বা	বোঢুম্	বহত্	বহমান	বাহয়তি	উহ্যতে
ভূ (হওয়া, প.)	ভূত	ভূত্বা	ভবিতুম্	ভবত্	-	ভাবয়তি	ভূয়তে
মন্(মনে করা, আ.)	মত	মত্বা	মন্তুম্	-	মন্যমান	মানয়তি	মন্যতে
লভ্(লাভ করা, আ.)	লব্ধ	লব্ধ্বা	লব্ধুম্	-	লভমান	লম্ভয়তি	লভ্যতে
শ্রু (শোনা, প.)	শ্রুত	শ্রুত্বা	শ্রোতুম্	শৃণ্বত্	-	শ্রাবয়তি	শ্রূয়তে
শক্ (পারা, প.)	শক্ত	শক্ত্বা	শক্তুম্	শক্নুবত্	-	শাকয়তি	শক্যতে
শী (শয়ন করা, আ.)	শয়িত	শয়িত্বা	শয়িতুম্	-	শয়ান	শায়য়তি	শয্যতে
(ভা.) স্থা (অবস্থান, প.)	স্থিত	স্থিত্বা	স্থাতুম্	তিষ্ঠত্	-	স্থাপয়তি	স্থীয়তে
(ভা.) স্মৃ (স্মরণ করা, প.)	স্মৃত	স্মৃত্বা	স্মর্তুম্	স্মরত্	-	স্মারয়তি	স্মর্য্যতে
সেব্ (সেবা করা, আ.)	সেবিত	সেবিত্বা	সেবিতুম্	-	সেবমান	সেবয়িত	সেব্যতে
হা (ত্যাগ করা, প.)	হীন	হিত্বা	হাতুম্	জহত্	-	হাপয়তি	হীয়তে